স্বচ্ছভারত অভিযান ও গঙ্গাসাগর মেলার বর্জ্য-নিষ্কাশনে গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভূমিকা

সুমিত মন্ডল

তৃতীয় বর্ষ, ক্রমিক সংখ্যা- ৬৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দি

সারাংশ

বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষা করা এক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। একে মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান ভারত সরকার যেমন 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' প্রকল্পটি ঘোষনা করেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 'নির্মল বাংলা মিশন' প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই উভয় দুই প্রকল্পের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ মেলা অর্থাৎ গঙ্গাসাগর মেলার বিপুল সংখ্যক আগত পুণ্যার্থীকে যথাযথ পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি মেলায় উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ আবর্জনার যথাযথ নিষ্কাশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ওই সময়ে সাগর অঞ্চলের পরিবেশের সামগ্রিক রক্ষার প্রয়াসটিকে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ স্বচ্ছ ভারত – নির্মল বাংলা মিশন – গঙ্গাসাগর মেলা – গ্রাম পঞ্চায়েত – স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা – বর্জ্য নিষ্কাশন।

স্বচ্ছভারতের ধারণা

"স্বচ্ছ ভারত সবুজ অভিযান।

দিকে দিকে তার আহ্বান,

ভারত আবার দিচ্ছে ডাক,

ময়লা আবর্জনা দূরে যাক"।

(লক্ষণ ভান্ডারী)

২০১৪ সালের ভারত সরকার প্রচলিত একটি জাতীয় প্রকল্প হল স্বচ্ছভারত অভিযান বা স্বচ্ছভারত মিশন, যার মাধ্যমে দেশের প্রায় ৪০৪১ টি শহরের সড়ক রাস্তাঘাট এবং পরিকাঠামোর পরিষ্করণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

গ্রাম উন্নয়নে বিড়ি শিল্পের ভূমিকা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

আলিমদ্দিন শেখ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে মনু, কৌটিল্য প্রমূখের রচনায় গ্রামীণ স্বায় ত্বশাসন সম্পর্কে জানা যায়। ব্রিটিশ ভারতেও ব্রিটিশরা তাদের সম্রাজ্যবাদী স্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি লেন। এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় সরকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থাকে ভারতীয় জনগনের কল্যাণসাধনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। এরপর কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৮৯ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ৬৫তম সংবিধান সং শোধনীতে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে পেশ করেন কিন্তু তা লোকসভায় আনুমোদিত হলেও রাজ্যসভায় বাতিল হয়ে যায়। এরপর ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও য়ের সরকার বিলটি কিছুটা সংশোধন করে পুনরায় সংসদে পেশ করেন যা উভয়কক্ষে গ্রহণ যোগ্যতা পায় । এই বিলটি ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন নামে পরিচিত। এই আইনের মাধ্যমে প্রথম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় এবং পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এটিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত ২৯ টি বিষয়ের উপর সি দ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি অন্যতম হল গ্রামীণ শিল্প বা কু টীর শিল্প। এক্ষেত্রে বিড়ি শিল্প একটি গ্রামীণ কু টীর শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ।

বিড়ি কী তার সাধারণ ধারণা

বিড়ি কি এ সম্পর্কে আমরা সকলে পরিচিত; এটি শুকনো তামাক পাতা দিয়ে তৈরি হয়। বিড়িকে গ্রামীণ সমাজে পানের মত ভাবা হয়, বিশেষ করে চায়ের দোকানের মত স্থানগুলিতে। বস্তুত বাংলাদেশ তথা গ্রামীন সমাজের একটি ঐতি হ্য হল বিড়ি। তবে বয়োজ্যে ষ্ঠদের সামনে বিড়ি না খাওয়া বাঙালিদের মধ্যে প্রথাসিদ্ধ আচরণ।

বর্তমানে ভরতের রংপুরে ও তার আ শেপাশের এলাকা বিড়ির কাঁচামাল তেন্দুপাতা উৎপাদনে বিখ্যাত।

বিড়ি বাঁধার পদ্ধতি

বিড়ি হাতের আঙুলের সাহায্যে আড়াই পাকের মাধ্যমে তৈরি করা হয়, বিড়ির পাতা একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে মেপে কাটা হয়, এবং বাঁধার পর মাথা ও পিছন দিকটা মোড়া হয়। মাথার দিকটা বলা হয় কটুরি, পিছনের দিকটাকে বলা হয় নকুনি।

নদীর নাব্যতা হ্রাস, জল নিকাশের সমস্যা ও গ্রাম পঞ্চায়েত: সুন্দরবন অঞ্চলের একটি চিত্র

অনুপ ঘরামী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ, রোল নং- ৬০

প্রাচীনকাল থেকেই নদী মাত্রিক দেশ হিসাবে ভারতের জল নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ হল নদী। ভারতের সুবিশাল ভূ-ভাগের বেশির ভাগ জল নদীর মাধ্যমেই নিষ্কাসিত হয়ে থাকে। এজন্য নদীর নাব্যতা হ্রাস পেলে জল নিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই নদীর নাব্যতা হ্রাস জল নিকাশি ব্যবস্থার পক্ষে চরম বাধা। ভারতের সিন্ধু সভ্যতার পতনের জন্য এই জল নিকাশের সমস্যা ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনকেই দায়ি করা হয়। তাই নদী ও নদীর মাধ্যমে জল নিকাশ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারনে জল নিকাশের সমস্যা এবং তার ফলাফল যে কতটা মারত্মক রকমের হতে পারে তা একটি বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরছি।

ভৌগোলিক পরিচিতি:

আমি যে আঞ্চলকে আলোচনার মধ্যে তুলে ধরছি সেটি উওর চব্বিশ পরগনা জেলার, সন্দেশখালী থানার অন্তগর্ত, দূগা মন্ডপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। যা সুন্দরবন অঞ্চলের অংশ বিশেষ। এই অঞ্চলেরজল নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হল বালি নদী।যা এই অঞ্চলকে খানিকটা উওর-দক্ষিনে ছেদ করেছে। বালী নদী জেলিয়াখালি নদী থেকে খানিকটা দক্ষিনে বাঁক নিয়ে সুখদোয়ানি, দূগা মন্ডপ, দাউদপুর, নিউ মার্কেট, কড়াকাটির উপর দিয়ে প্রভাবিত হয়ে আমতলী নদীতে গিয়ে মিশেছে।

ভারতের পৌর স্বায়ত্তশাসন ও ৭৪তম সংবিধান সংশেধন

দর্পণ ভট্টাচার্য

বর্তমানে গণতন্ত্রই হল বিশ্ববন্দিত ব্যবস্থা।এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় সাফল্যের মূলশর্ত হল প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণ। আর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মূল শক্তি হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ধারণা

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হল স্থানীয় সরকার ।রাষ্ট্রের জাতীয় সরকারের থেকে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গুলি আকারে ক্ষুদ্র হয়। কর্তৃত্ব ও কার্য পরিচালনা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । জেনিংস তাঁর *Principles Of Local Government Law* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন *"(Local government organ) having jurisdictions not over the whole of a country but over specific portion of it".* স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক স্থানীয় সরকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এলাকার মানুষদের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকে । তবে স্থানীয় সরকার হল এক অ-সার্বভৌমকর্তৃপক্ষ, এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে এলাকার অধিবাসীরা অংশগ্রহণ করে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের মূল উদ্দেশ্য

১ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

২ স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় সমস্যার সমাধান।

৩ স্থানীয় মানুষের উদ্দ্যোগ,সচেতনতা ও স্বাবলম্বন গড়ে তোলা।

৪ প্রশাসনের সহজ সঞ্চালন, সচ্ছতা,দায়বদ্ধতা।

৫ জনকল্যাণে সর্বস্তরের মানুষজনকে অংশ দেওয়া।

৬ উন্নয়ন, সম্পদ সংগ্রহ,সম্পদ বন্টন প্রভৃতি কাজের সহজ সঞ্চালন।

ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীন হাট ও পঞ্চায়েত প্রশাসন

গোরাচাঁদ মুরমু

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ভূমিকা : ১৯৯২ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা স্বীকৃতি লাভ করে এবং গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের অংশ হিসেবে গ্রামীন হাট গুলি পঞ্চায়েত প্রশাসনের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে বা পঞ্চায়েত প্রশাসন কীভাবে হাটগুলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তা পর্যালোচনা করা । শহরের মানুষের কাছে বাজার যেমন অতি পরিচিত নাম, তেমনি গ্রামের মানুষের কাছে হাট অতি পরিচিত একটি নাম।

হাট বলতে বোঝায় গ্রামের মানুষের কেনাবেচার স্থল। গ্রামের কিছু মানুষ নিজেদের তৈরি বা উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রী বা বেচার উদ্দেশ্যে হাটে যায় আর কিছু মানুষ নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় বা কিনতে যায়। এক কথায় গ্রামের মানুষের দ্রব্য সামগ্রীর কেনাবেচার ক্ষেত্র হল হাট।

উদ্দেশ্য : গ্রামের মানুষের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে হাটের ওপর, তাই হাট কীভাবে গ্রামীন জীবনযাত্রা বা জীবিকা নির্বাহের উৎসস্থল হয়ে উঠেছে তা জানা এবং পঞ্চায়েত প্রশাসন হাটকে কিভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে সে সম্পর্কে জানা। সুতরাং গ্রামীন অর্থনীতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে হাট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কতটা সে সম্পর্কে জানা ও তুলে ধরাই হল এই প্রকল্পের উদেশ্য।

অবস্থান : ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ১২ নং চন্দ্ররেখা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত অফিসের নিকটে কেশররেখা নামক স্থানে সপ্তাহে একবার রবিবার দিন হাট বসে। এই হাটটি ছোট আয়তনের এবং দুপুর ২টা পর্যন্ত হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়টি মৌজাসহ আশেপাশের গ্রামগুলি থেকেও মানুষজন তাদের পসরা নিয়ে হাটে আসে।

চা-চাষ এবং পঞ্চায়েতঃ দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত একটি অঞ্চলের সমীক্ষা

সংগ্রামজিৎ রায়

স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, ক্রমিক সংখ্যা – ৫৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সূচীপত্র

- ভূমিকা
- ভৌগোলিক এলাকা
- চাষের পদ্ধতি
- শ্রমিকের ভূমিকা
- পঞ্চায়েতের ভূমিকা
- উপংহার
- তথ্যসূত্র

“৭৩-তমসংশোধনীআইনএবংপঞ্চায়েতি-রাজব্যবস্থা”

শঙ্খ ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ, ক্রমিক সংখ্যা- ৬৭

সারাংশ-ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে অন্যতম এক বৃহৎ গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় স্বায়ত্তশাসন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারণার অস্তিত্ব থাকলেও ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে এর গুরুত্ব হ্রাস পায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে স্বায়ত্তশাসন সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত হয় এবং শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর “গ্রাম স্বরাজ” তত্ত্বের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদান করেছিলেন। ১৯৫৭ সাল থেকেই এই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ১৯৯২ সালে ৭৩ ও ৭৪ তম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দ্বারাই গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজ থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মনোভাব এবং সম্মতি/প্রতিক্রিয়া লাভ করে থাকে। ভারতের সমাজের সর্বস্তরে উন্নয়ণ ও বিকাশকে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে এক অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজে যতই সুদূরপ্রসারী হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ভিত্তিও ততই গভীরতর হচ্ছে।

মূলশব্দ-গনতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ – সুশাসন – ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন – ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা – উন্নয়ন – সামজিক ন্যায়।

ভূমিকা-

প্রাচীনকালে সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ তার বিকাশ সাধনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে । এই গোষ্ঠী গঠনের সাথে সাথেই গোষ্ঠীর প্রধান অর্থাৎ শাসকের ধারনা জন্ম নেয় । শাসকের শাসন এবং কর্তিত কখনই এক নয়। কর্তিততে শোষণের নেতিবাচক ধারনা থাকলেও, শাসন একটি ইতিবাচক ধারনা। যদিও শাসনের কারযপধ্যুতির প্রভাব এবং ফলাফলের উপর নির্ভর করে সুশাসন ও কুশাসনের ধারনাও পরবর্তীকালে উঠে আসে। এই সুশাসনের একটি অন্যতম অংশ হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারনা। বৈদিক যুগের পর ভারতের গ্রামকে একটি সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থারূপে স্বীকার করা হয়। চার্লস মেটকাফ লিখেছিলেন যে গ্রামীণ সমাজগুলি যেন এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র। এক রাজতন্ত্রের পতন হয়েছে অন্য রাজতন্ত্রের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু গ্রামীণ সমাজের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই কারণেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারনা প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বুকে স্থান অর্জন করেছিল, যদিও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনে লর্ড রিপন্ এর তত্ত্বাবধানে এই

গ্রাম উন্নয়নে আলুচাষ ও পঞ্চায়েতের ভুমিকাঃ হুগলী জেলার একটি চিত্র

সৌম্য জানা

স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, ক্রমিক সংখ্যা – ৫৯

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

ভূমিকা

ভারত প্রধানত একটি কৃষি প্রধান দেশ। ভারত কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বন্দেমাতরম' গানে তুলে ধরেছেন যে, "সুজলাং সুফলাং মলয়জ – শীতলাং/ শস্য- শ্যামল যার মাধ্যমে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের মত একটি দেশের কৃষির কতটা অবদান রয়েছে। ভারতে উৎপাদি ফসলগুলির মধ্যে আলু একটি অন্যতম ফসল। আলু প্রধানত একটি শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দ্রব্য। 'India's Global In Agriculture' এ ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী আলুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ভারতে উৎপাদিত রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। আলু একটি বানিজ্যকারী ও অর্থকারী ফসল।

ভারতে সর্বপ্রথম আলুচাষের পরিচিতি ঘটায় সতেরো দশকের প্রথমের দিকে পর্তুগীজরা সেইসময় আলু 'Batata পরিচিতি ছিল। সেই সময় ভারতের পশ্চিমের দিকে আলুচাষ করা হত। আঠারোর দশকের শেষের দিকে ব্রিটিশ বণিকরা বাং পশ্চিমবঙ্গে আলুকে মূল ফসল হিসাবে চাষ করা শুরু করে এবং তখন থেকেই 'Alu' নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

একটি অঞ্চলের গ্রাম উন্নয়নে আলুচাষ যথেষ্ট অবদান রাখে যেমন তেমনি গ্রাম পঞ্চায়েতও কৃষকরা আলুচাষ তৈরি ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই সম্পর্কেই আমি হুগলী জেলার মধ্যে অবস্থিত চিলাডাঙ্গি গ্রাম অঞ্চলকে

Idea of Local Self Government: The Indian Experience

Sourav Chakraborty

UG – III, Roll no – 56,

Dept. of Political Science,

Ramakrishna Mission Vidyamandira

Abstract

Local self-government is the bottommost part of the five-tier system of government. Though as a concept, it is old enough, but its practice gained popularity since 1980s because of several factors such as the urge for democracy and development, human rights, emergence of a strong and enlightened civil society, transition from government to good governance etc. However, in India the idea of local self-government has been practicing for a long period and after independence, especially from Rajeev Gandhi's prime ministership it became a driving force of the developmental activities of the government which is evident by the 73rd and the 74th constitutional amendment acts. Some worldwide surveys show that local self-government in India works better than most of other countries of Asia, Africa and Latin America (and even some countries of Eastern Europe). In India local governance provides some promises which are utmost important for the success of democracy and development. It also secures social justice. But at the same time, it suffers from several problems which actually made its success vulnerable.

Key-words

Development – Democracy – Good Governance -- Democratic Decentralization – 73rd and 74th Amendment Act – Social Justice.

Introduction

The concept of Local Self-Government emerges from individual's basic urge for liberty, the power to make decisions and to uplift the society as per the needs of the respective communities. In a broad sense, local self-government means decentralization of power to the local bodies elected by the local people to meet local needs. It is the bottommost part of the five-tier system of government. It operates at the lowest level of society. It works at the grass-root level, close to the people, touching their everyday life. However, Andrew Heywood thinks that local self-government is a form of government that has no share in sovereignty and is thus entirely subordinate to central authority or, in a federal system, to state or regional authority. The local government's jurisdiction is limited to a specific area, a village or a city. As V.V. Rao observes, local government is "that part of the government which deals mainly with the local affairs, administered by authorities subordinate to the state government but elected independently of the state authority by qualified residents."

The popular philosophy of democratic decentralization finds its practical application through the institutions of local self-government. It is based on the proposition that political authority originates from the people, exercised by the people for crating to the needs of the